**পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের এক যুগ পূর্তি - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শনিবার, ২৫ আষাঢ় ১৪১৮, ০৯ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবর্গ,

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের সুফলভোগী ভাই-বোনেরা,

সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের এগিয়ে চলার এক যুগ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজকের দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি আজীবন দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। প্রতিটি বাঙালির মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন।

জাতির পিতা একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তিনি স্বাধীনতার পর পরই একটা ধ্বংসস্তুপের ভিতর থেকে দেশকে টেনে তুলেন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজান। তিনি গ্রামীণ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেন। কৃষি বিপ্লবের পাশাপাশি কুটির শিল্প স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেন। অবহেলিত ও অতি দরিদ্র্যবেষ্টিত অঞ্চলগুলোর উন্নয়নে বেশি নজর দেন। এই প্রতিটি বিষয়ই তিনি আমাদের ‘৭২ এর সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন।

জাতির পিতার এই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ ও জনগণের উন্নয়নকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা দারিদ্র্যকে আমাদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছি। তাই আমাদের গত সরকারের সময়েও আমরা দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। ব্যাংকিং সেবা গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করি। ২০০০ সালের ৯ জুলাই এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, গ্রাম-বাংলার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করা। নারীর ক্ষমতায়ন করা। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। আমরা বিশ্বাস করি, নারীকে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে সমানভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমেই কেবল টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।

এই ফাউন্ডেশন শুরু থেকেই সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। দরিদ্র মানুষকে অব্যাহতভাবে সেবা প্রদান করছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছে। এটি একটি ভাল দৃষ্টান্ত। যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছেনি সেখানে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে স্থানীয়দেরকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাও দিচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিন বদলের সনদ'-এ আমরা দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। তাই সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমরা দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গত বছর আমরা ৮২টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। এতে প্রায় ২০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৪টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। এগুলোর মাধ্যমে বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী প্রভৃতি দরিদ্র্য ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদেরকে কৃষি উৎপাদনে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে। গরীব মানুষগুলোর সামাজিক ক্ষমতায়নের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীগুলো আরো কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কর্মসূচীগুলোকে ভাতা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ বা তহবিল প্রদান, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এ চার স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করছি। স্কুলে টিফিনের প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং এতিম ও অসহায় শিশুদের কল্যাণে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণের ফলে উত্তারাঞ্চলের দীর্ঘ দিনের মঙ্গা সমস্যা দূরীভূত হয়েছে।

আমরা ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। আমরা ঘরে ফেরা কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ২৪৫ জন বস্তিবাসীকে পুনর্বাসিত করেছি।

ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রমকে বেগবান করতে আমরা এনজিও ফাউন্ডেশনে সরকারি অংশীদারিত্ব আরও বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছি। দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অধীনে প্রায় ৮১ লক্ষ দরিদ্র মানুষের মধ্যে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিতরণ করা হয়েছে। যার ৯২ শতাংশই নারী। পাশাপাশি ফাউন্ডেশন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বীমা সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

দেশের ১১টি জেলার ১ হাজার ৪০০ গ্রামের ক্ষুদ্র অবকাঠামো ও সামাজিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য সোসাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ২৩ হাজার ৬০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১৫ হাজার ৩০ জন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের আরেকটি সফল উদ্যোগ ‘একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিক ও সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ৪৮২টি উপজেলার ৯ হাজার ৬৪০টি গ্রামে এ প্রকল্পের কাজ চলছে। আমরা শীঘ্রই দেশের সকল গ্রামে এ প্রকল্প সম্প্রসারণ করবো।

আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ন্যাশনাল সার্ভিস চালু করেছি। প্রবাসী শ্রমিক প্রেরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। শিল্প বিনিয়োগ বাড়ছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ ও আয় বাড়ছে। কৃষি ও গ্রামীণ খাতে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বেড়েছে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে প্রবাসে চাকুরির জন্য ঋণ প্রদান এবং বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণ সহজীকরণ করা হয়েছে।

গত অর্থবছরে রফতানিতে ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আমদানিতেও ৪৩ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে রেমিটেন্স আয়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০০৯ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছিল ৭০ কোটি ডলার। ২০১০ সালে তা ৯৩ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

এভাবেই আমরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করে যাচ্ছি। এর সুফল প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। এর ফলে দেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ছে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারীর হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে ৩১.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। জনগণের মাথাপিছু আয় ৮১৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। ধনী-গরীব বৈষম্য কমছে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমরা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৫.৭৪ শতাংশ, ২০০৯-১০ এ ৬.০৭ শতাংশ এবং ২০১০-১১ এ ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। চলতি অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।

আমাদের এ অগ্রগতি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। শিক্ষার হার বাড়ছে। ঝরে পড়ার হার কমছে।  নারী-পুরুষ বৈষম্য কমছে। শিশুমৃত্যুর হার কমছে। এজন্য জাতিসংঘ আমাদের এমডিজি এওয়ার্ড দিয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হারও কমেছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোড়গোড়ায় নিয়ে যাওয়ার ফলে রোগ-শোক কমছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষার লক্ষ্যে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে ৬০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি।

সুধিমন্ডলী,

বিএনপি-জামাত জোট সরকার দেশের প্রতিটি সেক্টরে অচল অবস্থা রেখে গিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এ অচলাবস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিএনপি-জামাত এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রেখে যাওয়া অচল অবস্থাকে কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।

আমরা ১৯২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছি। আরো ২৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে ৩৩০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। আরো ৩৪টি নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে।

আমরা বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১৫ শতাংশ থেকে ১২ দশমিক ৭ শতাংশে নামিয়ে এনেছি।

আমরা এ পর্যন্ত নয়টি গ্যাসকূপ খননের কাজ হাতে নিয়েছি। এর মধ্যে চারটি কূপ খনন প্রায় শেষ হয়েছে। এর ফলে গ্যাসের উৎপাদনও বাড়ছে।

আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে চাই। এ কারণে কৃষি খাতের উন্নয়নকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। নন-ইউরিয়া সারের দাম ৩ দফা কমিয়েছি। সহজ শর্তে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ দিচ্ছি। ভর্তুকি দিচ্ছি। এ লক্ষ্যে প্রতিটি কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দিয়েছি।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের চাষ শুরু হয়েছে। বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় সে লক্ষ্যে সারাদেশে কৃষক বিপণন দল ও কৃষক ক্লাব গঠন করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্বায়নের এ যুগে আমাদেরকে প্রতিযোগিতা করেই টিকে থাকতে হবে। এ জন্য প্রযুক্তির সর্বোত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা তথ্য প্রযুক্তি আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি সেবা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কৃষি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো সহ যে কোন বিষয়ের তথ্য সহজে সংগ্রহ করতে পারছে। তথ্যকে ব্যবহার করতে পারছে। এতে তাদের আয়ের পথ বাড়ছে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চাই। আমি আশা করি, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনসহ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থানের আরো বেশি সুযোগ সৃষ্টি করবে। পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচন করে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে। দেশের সর্বত্র সম উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিবে। আসুন, দল-মত নির্বিশেষে সকল বিভেদ ভুলে দেশের উন্নয়নে একত্রে কাজ করি। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলি যেখানে কোনো মানুষ না খেয়ে থাকবে না। যেখানে সমাজের সকল স্তরে সুযোগের সমতা থাকবে। বাংলাদেশ হবে বিশ্বের বুকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে ‘এগিয়ে চলার এক যুগ' শীর্ষক অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....